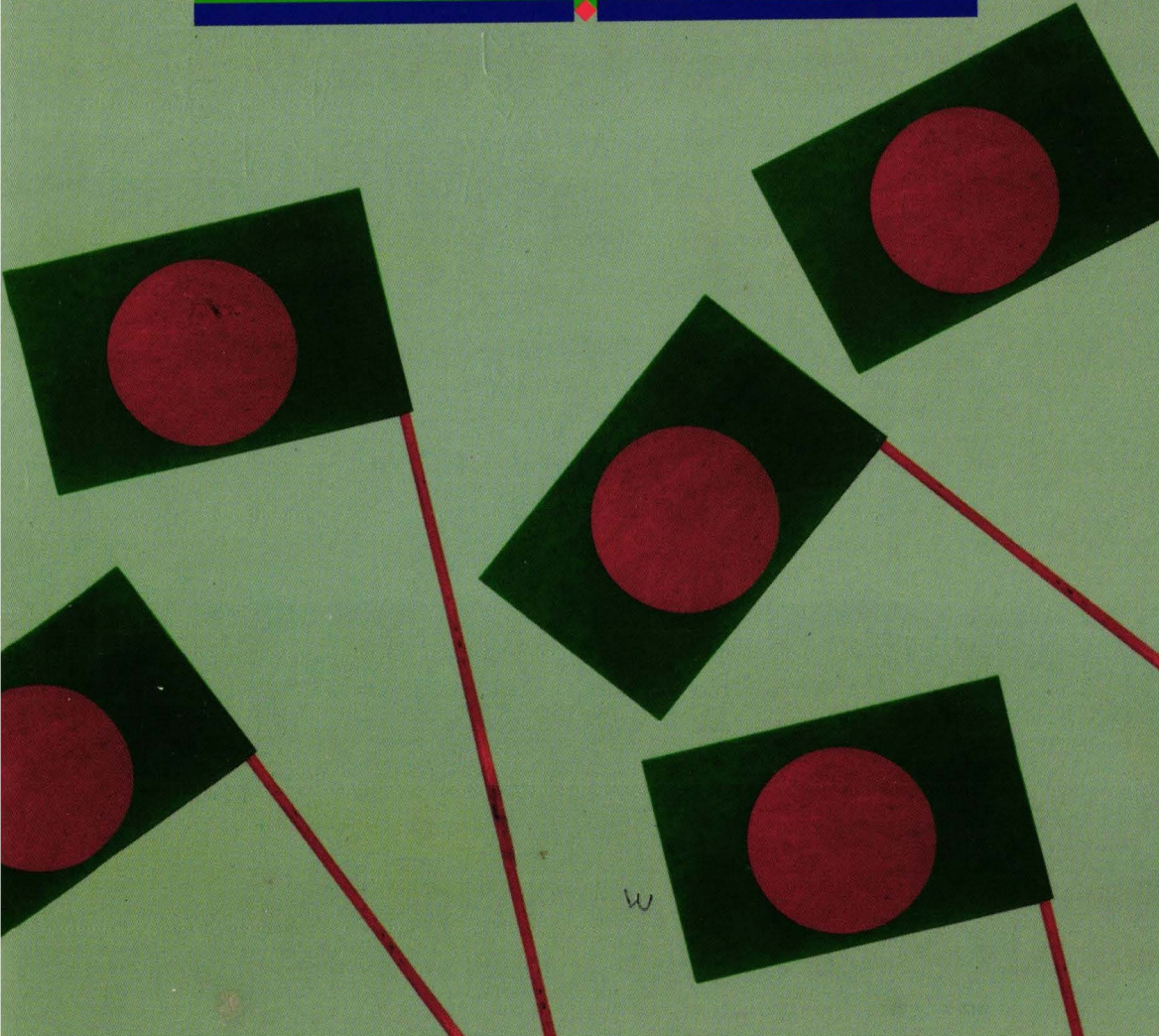




কাকাতুয়া

আমাদের দেশ

এমাজউদ্দীন আহমদ



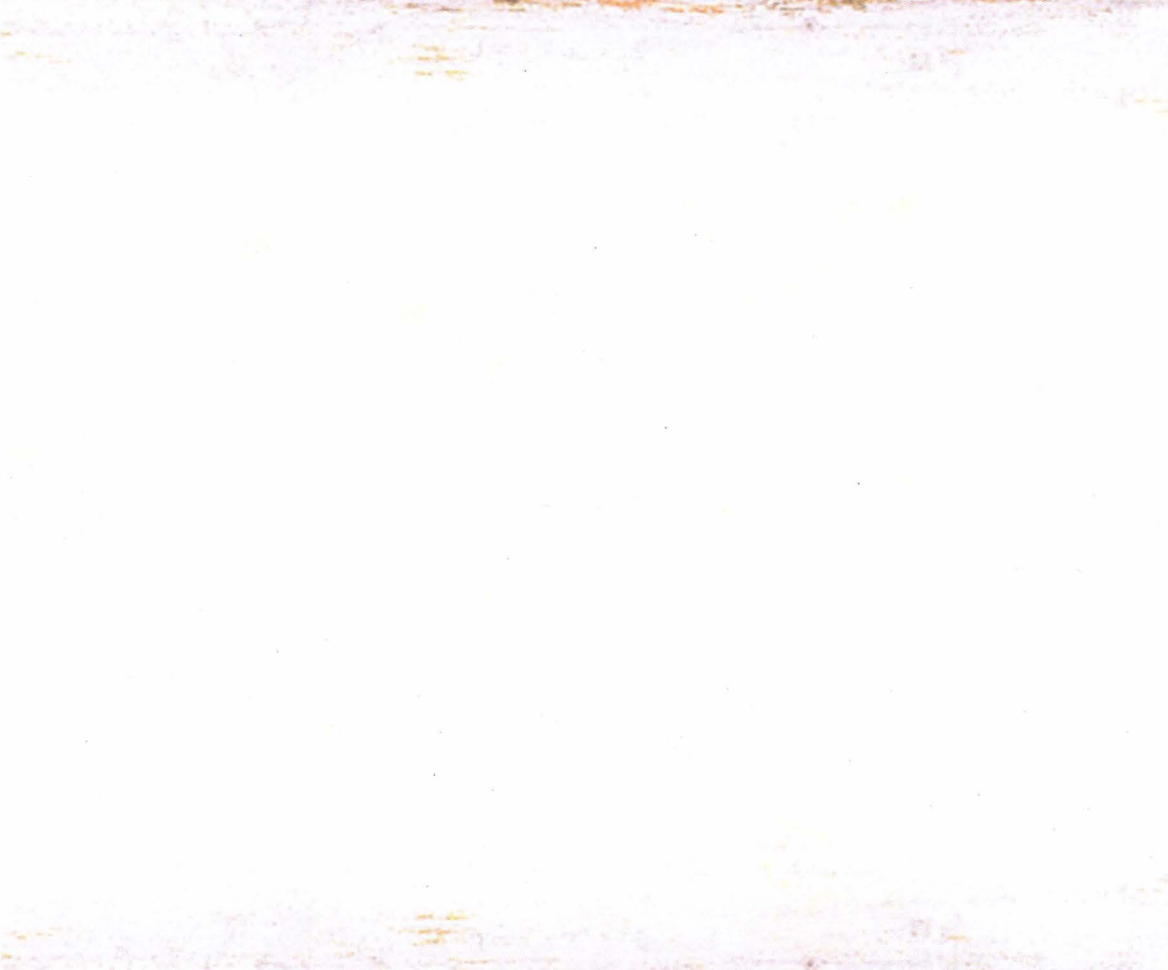
৯

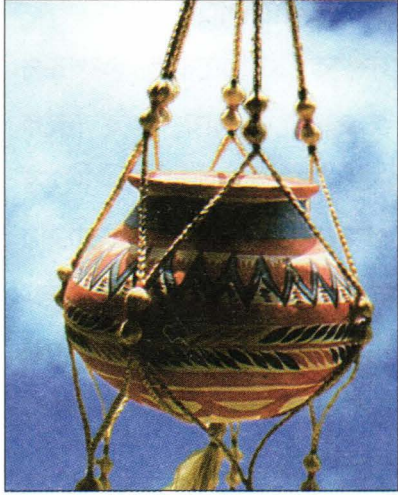
আমাদের দেশ

এমাজউদ্দীন আহমদ

প্রচ্ছদ ও অনঙ্করণ ॥ প্রব এষ







হাজারো নদ-নদী বিধৌত পূত-পবিত্র এই দেশ আমাদের বাংলাদেশ। আমরা এদেশকে প্রাণের চেয়ে প্রিয় মনে করি। ভালবাসি এর সকল মানুষকে। সবুজের সমারোহ সমৃদ্ধ, শস্যশ্যামল এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলে আমরা গর্বিত। এদেশের আলো-হাওয়ায় বেড়ে উঠে আমরা হয়েছি ধন্য। এদেশের মাটিকে আমরা সোনার চেয়ে খাঁটি মনে করি। মনে করি সবার সেরা এই দেশ। এই আলোকেই আমরা দেখে থাকি



আমাদেরগর্বের ধন বাংলাদেশকে ।
প্রকৃতি বাংলাদেশকে সাজিয়েছে অপরূপ
সাজে । যে দিকে তাকানো যায়, সেই দিকে
চোখে পড়ে প্রকৃতির অকৃপণ অবদান । দিগন্ত
বিস্তৃত সবুজ ফসলের ক্ষেতে বাতাসের
হিল্লোল সবার মনে সৃষ্টি করে কবিতার সুর-
ঝংকার । গাছে গাছে পাখির সুরেলা আওয়াজ
পেলব মাটির মানুষকে করেছে দার্শনিক । নদ-
নদীর সাথে হাওড়-বাঁওড়



মিলে দেশের খরস্রোতা স্রোতস্বিনী জনমনে
সৃষ্টি করে উদাসী এক ভাব। তারপর রয়েছে
বাউল-ভাওয়াইয়া-জারি-সারির অপূর্ব মূর্ছনা।
অনেকে বাংলাদেশকে বলেছেন ধানের দেশ।
কেউ বা বলেছেন, বাংলাদেশ গানের দেশ।
কারো মতে, বাংলাদেশ ফুলের দেশ। কেউবা
বলেন, ফলের দেশ।
পূর্ব-দক্ষিণে কিছু উঁচু ভূমি ও পাহাড় থাকলেও

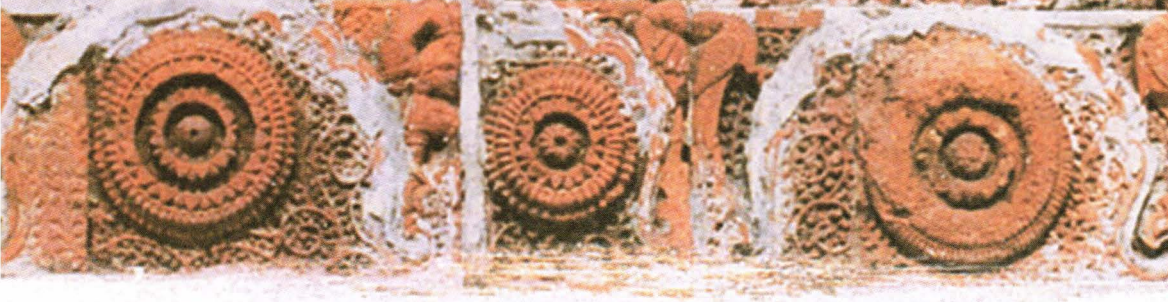




এদেশ মোটামুটি সমতল। এর দক্ষিণে রয়েছে সকল নদ-নদীর মূল গন্তব্য বঙ্গোপসাগর। সাগরের তীর ঘেঁষে সুন্দরবন দক্ষিণ সীমান্তে যেন এক অতন্দ্র প্রহরী। পশ্চিম, উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে আমাদের বিরাট প্রতিবেশী ভারত বাংলাদেশের বন্ধু ও সহযাত্রী।

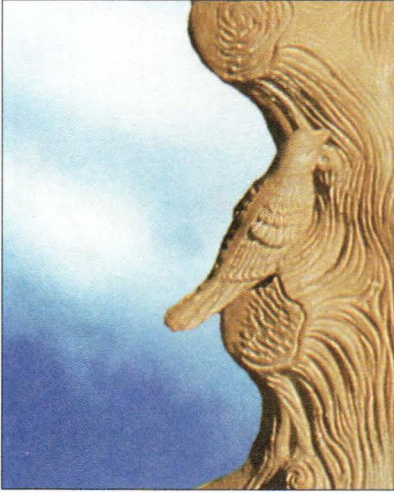
বাংলাদেশের সমাজ পুরানো হলেও, রাষ্ট্র হিসেবে এটি নতুন। এই নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে।





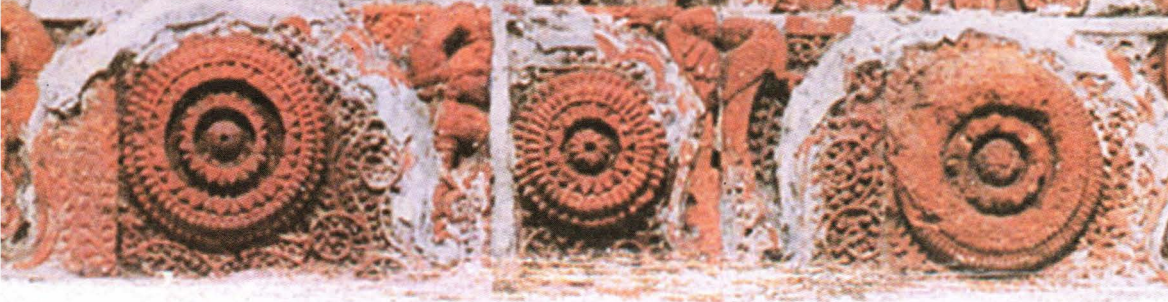
আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি যেভাবে তাদের স্বাধীন সত্ত্বা লাভ করেছে, বাংলাদেশের স্বাধীন সত্ত্বার জন্ম সেই প্রক্রিয়ায় হয়নি। আলোচনা-পর্যালোচনা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করেছে ভারত এবং পাকিস্তান। বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে কিন্তু রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ তাই এই জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়। এই মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে দান করেছে এক গৌরবময় স্বাভাব্য। সৃষ্টি করেছে এই জাতির এক উজ্জ্বল ঐতিহ্য।





মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ অংশগ্রহণ করে বিজয় অর্জন করেন। অংশগ্রহণ করেন ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। তাই মুক্তিযুদ্ধ হয়ে ওঠে জনগণের যুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় হয়ে ওঠে জনগণের বিজয়। বাংলাদেশ পরিণত হয় স্বাধীনতার তীর্থক্ষেত্র। সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রয়াসে হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মহান উপত্যকা। জনগণের সংগ্রামের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ। এর সর্বস্তরে তাই জড়িয়ে রয়েছে





জনগণের ছোঁয়া। এর শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রের
আবেদন তাই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। জনগণের
প্রতিনিধিরাই এদেশ শাসন করছেন। এদেশের
জন্যে নীতি-নির্ধারণ করছেন। এদেশের
অগ্রগতি অর্জনে তারাই অগ্রপথিক। এদেশের
সবাই স্বাক্ষর নন। নন সকলে সচ্ছল। সকলে
রাজনৈতিকভাবে সচেতন নন।

জনপ্রতিনিধিদের উপর চাপ সৃষ্টি করে জনগণ
এই দেশের উন্নয়ন সাধনে এখনও সক্ষম
হননি। এখনও এদেশে রয়েছে দারিদ্র্য।



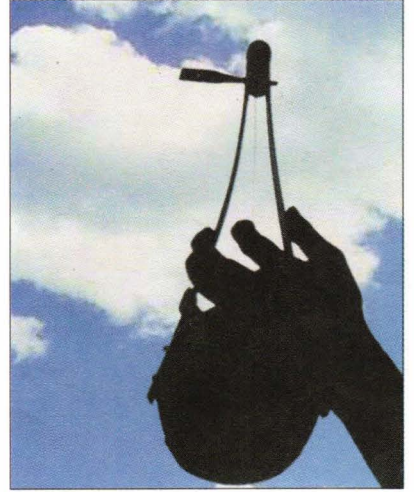


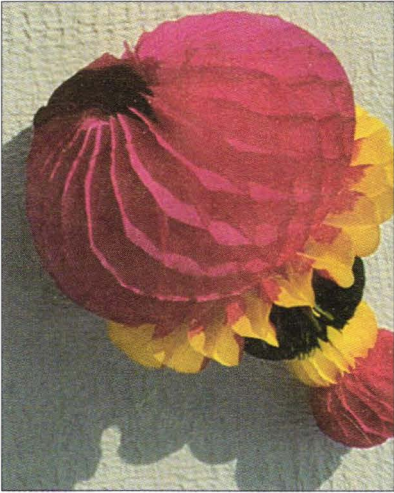
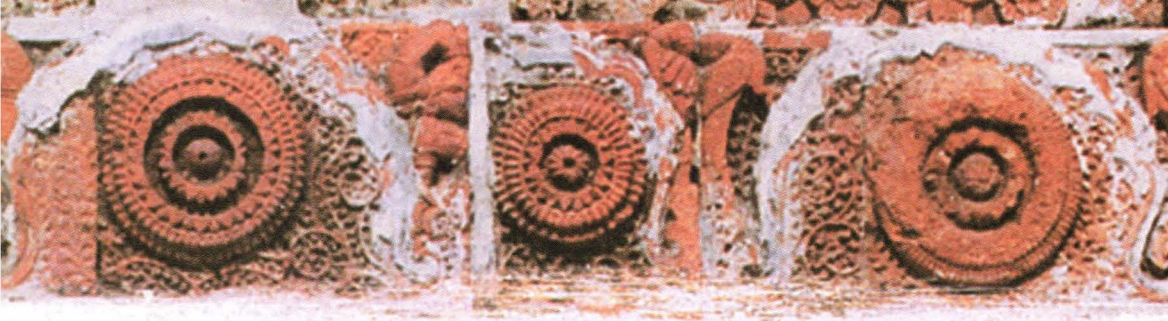
এদেশে রয়েছে রোগ-ব্যাদি-অপুষ্টি। রয়েছে
নিরক্ষরতা। এই সবই বাংলাদেশের বড় বড়
শত্রু। এসব শত্রুকে পরাজিত করতে হবে।
জনপ্রতিনিধিরা এক্ষেত্রে সফল নাও হতে
পারেন। জনগণকেই হতে হবে নিজেদের
ভাগ্য গড়ার নিপুণ কারিগর।
বাংলাদেশের মাটি উর্বর। বাংলাদেশের
মানুষও সৃজনমুখী। বাংলাদেশের বর্তমান
অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত নয়। এজন্যে দায়ী
নন জনগণ। বাংলাদেশের যে প্রাকৃতিক সম্পদ





রয়েছে তার সঠিক প্রয়োগ হলে দেশের
অবস্থা উন্নত হতে বাধ্য। এজন্যে এই সোনার
দেশের সোনার ছেলেমেয়েদের পরিণত হতে
হবে উন্নত মানব সম্পদে। অর্জন করতে হবে
আকাশছোঁয়া যোগ্যতা। এদেশের উর্বর
মাটিতে অতি অল্প আয়াসে সোনা ফলে।
সমুদ্রের লোনা পানিতে ফলে রূপালী মাছ—
হাজারো প্রজাতির মৎস্য। নদীতে, হাওড়-
বাঁওড়ে সৃষ্টি হয় সুস্বাদু মৎস্য সম্পদ।
বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে গ্যাস সম্পদ নতুন





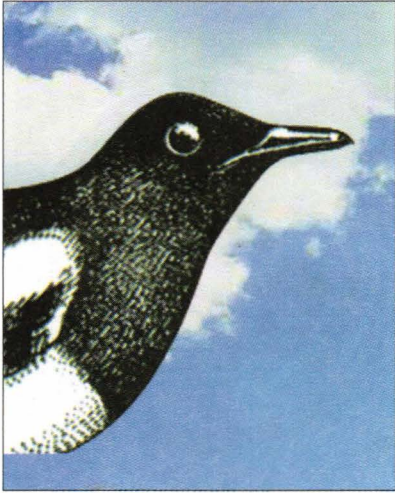
সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।
বাংলাদেশের আয়তন বড় নয়। প্রায় ৫৬
হাজার বর্গমাইলের মতো। আমরা এদেশে
বসবাস করছি প্রায় সাড়ে তের কোটি মানুষ।
ঘনবসতির দিক থেকে তাই বাংলাদেশ বিশ্বের
শীর্ষস্থানে। বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু সাহসী,
ধৈর্যশীল এবং কর্মঠ। প্রকৃতি যেমন
বাংলাদেশকে অকৃপণভাবে সাজিয়েছে, তেমনি
মাঝে মাঝে তার রুদ্র রোষও সহ্য করতে হয়
মানুষকে। ঝড় ও বন্যার সাথে সংগ্রাম করেই





এদেশের মানুষ বাঁচতে শিখেছে।
বাংলাদেশের সংবিধানে এই দেশকে বলা
হয়েছে “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ”।
বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। বাংলাদেশের
রাষ্ট্রভাষা বাংলা। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত
হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “আমার সোনার
বাংলা” কবিতার প্রথম দশ চরণ। কাজী
নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি।
আমাদের জাতীয় ফুল শাপলা এবং জাতীয়





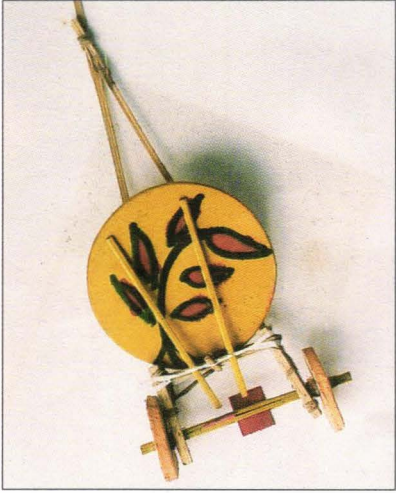
পাখি দোয়েল। আমাদের জাতীয় প্রতীক হলো দুই পাশে ধান্যশীর্ষবেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পর-সংযুক্ত পাতা এবং তার দুই পাশে দুটি করে তারকা। ২৬ মার্চ আমাদের জাতীয় দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর আমাদের গৌরবময় বিজয় দিবস। সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত হলো আমাদের জাতীয় পতাকা।



বাংলাদেশের একটি উষ্ণ হৃদয় মানুষের দেশ ।
সকল সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির দেশ । স্বাধীনচেতা
মানুষের প্রিয় ভূমি । আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ।
পরস্পরের সাথে হাজারো আত্মীয়তার বন্ধনে
আবদ্ধ সাহসী মানুষের দেশ ।

বাংলাদেশের মানুষের যেমন রয়েছে স্বতন্ত্র
জীবনধারা, তেমনি রয়েছে তাদের স্বতন্ত্র
সংস্কৃতি । নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে এই সমাজে
যেমন রয়েছে বিভিন্নতা, জীবনাচার ও জীবন





দর্শন ক্ষেত্রে তেমনি রয়েছে তীব্র ঐক্যবোধ ।
ভাষা ও সাহিত্যের নিরিখে যেমন গড়ে উঠেছে
সচেতন ঐক্যানুভূতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির
আলোকে তেমনি সৃষ্টি হয়েছে সহমর্মিতা ।
বাংলাদেশের মাটিতে পা দিলে পর আপন
হয় । সবার সাথে মিলে মিশে সবাই স্বজন হয়,
সকলে সুজন হয় । আমরা আমাদের দেশ
নিয়ে ভীষণভাবে গর্বিত ।



কাকাতুয়া

একটি দৃষ্টিস্থ সহযোগী প্রতিষ্ঠান
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

আমাদের দেশ

এমাজউদ্দীন আহমদ
প্রকাশকাল আগস্ট ২০০৩
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ ॥ ধ্রুব এশ
মূল্য : পঁচিশ টাকা

AMADER DESH

by Emajuddin Ahmed
Cover Design & Illustration by Dhruba Esh
KAKATUA

a sister concern of Oitijjhya
Rumi Market, 68-69 Pyaridas Road
Banglabazar Dhaka-1100

Date of Publication : August 2003

Price : Taka Twentyfive only
US \$ 3.00

ISBN 984-8445-05-6